দেবে সান্ত্বনা। আমার হৃদয় যে ফাটিয়া গেল। না না, শান্তি আছে, শান্তি আছে। অশ্রুনীরই আমার সান্ত্বনা। অমল, তোমার স্মৃতিই আমার বেদনা-মাখা সুখ। তুমি কি ঐ চাঁদের কোলে বসিয়া আমাকে দেখিতেছ? চলে যেও না অমল, আমিও একদিন যাইতেছি। বুকের বোঝা কি একদিন নামাইতে পাইব না?

পরীক্ষার ফল বাহির হইল। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য? এবারও দেখি অমলই প্রথম এবং আমি দ্বিতীয় হইয়াছি। কিন্তু অমল, ভাই, তোমার কথাই ত সত্য হইল। তুমি যে নাই, তাই আমিই প্রথম হইয়াছি। হায় অমল, তুমি কি আমাকেই প্রথম করিবার জন্য চলিয়া গেলে? হায়— হায়, আমারই ত ভুল হইয়াছিল। কেন আমি তোমার উন্নতিতে দুঃখিত হইয়াছিলাম? ভুল— ভুল—সব ভুল।

শ্রীসুকুমার ঘোষ,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, 'A' শাখা।

ব্যথা।

গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল
সকলি গিয়াছে কি আছে আর?
নিবিল অকালে আমার প্রদীপ
ভেঙ্গে চুরে গেল বাসনা যত,
টুটিল অকালে সুখের স্বপন
জীবন মরণ একই মত।
জীবন মরণ একই মতন
ধরি এ জীবন কিসের তরে
ভগন হৃদয়ে ভগন পরাণ
কতকাল আর রাখিব ধ'রে?

সেই হৃদয়ের এই পরিণাম
সে আশার ফল ফলিল এই—
সেই জীবনের—কি কাজ জীবনে,
তিলমাত্র সুখ জীবনে নেই।
কাঁদাতেই শুধু বিশ্ব-রচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমন ক'রে?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব-জীবন অবনী'পরে?
বল, ছিন্ন বীণে! বল উচ্চৈঃস্বরে—
"না, না, না মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য সুখ উচ্চতরে,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তা'র মত সুখ কোথায় কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
পার না (কি) মুছিতে নয়ন-ধার?
পরহিত-ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার?"

শ্রীঅদ্বৈতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।